আইইবি'র ৫৭তম কনভেনশন উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, চট্টগ্রাম, শনিবার, ১৫ মাঘ ১৪২৩, ২৮ জানুয়ারি ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রকৌশলীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৫৭তম কনভেনশনে প্রকৌশলীদের এই মিলনমেলায় বাণিজ্য নগরী চট্টগ্রামে উপস্থিত সবাইকে আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ ও সম্ভ্রম হারানো ২ লাখ মা-বোনদের। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ প্রকৌশলীদের শ্রদ্ধা জানাই।

আমি আরও স্মরণ করছি দেশের কীর্তিমান প্রকৌশলী প্রয়াত ড. এম.এ. রশীদ, ড. এফ.আর. খান, আইইবি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রকৌশলী এম.এ.জাব্বারসহ আরও অনেককে। যাঁরা মেধা, যোগ্যতা এবং সৃজনশীলতা দিয়ে বাংলাদেশের প্রকৌশল শিক্ষা এবং পেশাকে আজকের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

আপনারা ৫৭তম কনভেনশনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করেছেন Digital Technology for Development. একই সাথে জাতীয় সেমিনারের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে Utilization of Digital Technology for Pro-People Development. যা অত্যন্ত সময়োপযোগী।

দীর্ঘ ৬৮ বছর ধরে প্রকৌশলীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল আজকের ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ। জাতীয় উন্নয়নে এই ইনস্টিটিউশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যা আগামীতে আরও সম্প্রসারিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

দেশের প্রকৌশলীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সততার সাথে কাজ করে প্রমাণ করেছেন তাদের যোগ্যতা। যা জাতির জন্য সাফল্য ও গর্ব বয়ে এনেছে। এ জন্য সকল প্রকৌশলীকে জানাচ্ছি আমার অভিনন্দন।

আমার শত ব্যস্ততার মাঝেও আইইবি কনভেনশনে আমি প্রতিবারই এসেছি। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সদর দফতরের জমিটি আমিই ১৯৯৬ সালে প্রতিকী মূল্যে আইইবি'র নামে রেজিস্ট্রী করে দিয়েছিলাম।

এছাড়া, আইইবি ভবন নির্মাণের জন্য সর্ব প্রথম ৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান এবং ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য ২৩ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছি। ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ-এর জন্য ১৯৯৭ সালে ৭২ বিঘা জমি প্রতিকী মূল্যে প্রদানের ব্যবস্থা করেছি। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্যও ২৩ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করি।

আইইবি রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্রের জন্য ১৩০ শতক জমি বরাদ্দ, ফরিদপুর কেন্দ্রের জন্য ৫০ শতক জমি, আইইবি খুলনা কেন্দ্রের জন্য কেডিএ-এর জায়গা এবং পূর্বাচলে ২ বিঘা জমি আইইবি'র জন্য বরাদ্দ দিয়েছি।

সমবেত প্রকৌশলীবৃন্দ,

জাতির পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তীতে অতি অল্প সময়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত রাস্তা, সেতু, কল-কারখানাসহ সকল অবকাঠামো সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করে আপনারা দেশপ্রেমের নজীর স্থাপন করেছেন। জাতির পিতার দেখানো পথেই আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছি।

আইইবি কনভেনশনে পদ্মা সেতু নির্মাণে আপনাদের কারিগরি পরামর্শ চেয়েছিলাম। সেই থেকে অদ্যাবধি আপনাদের সহযোগিতা ও কারিগরি পরামর্শ এই প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ অবদান রাখছে। নিজস্ব অর্থায়নে আমরা পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। ২০১৮ সালের মধ্যেই এ সেতু চালু হবে।

দেশের উন্নয়নে বিদ্যুৎ, সার ও গ্যাস উৎপাদন-এর সরবরাহ ও বিপণন এবং রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, ঘর-বাড়ি, বিভিন্ন স্থাপনা, মিল-কারখানা, হাসপাতাল ও অফিস-আদালত সবকিছুর নির্মাণ ও স্থাপনের দায়িত্ব প্রকৌশলীদের।

উন্নয়নের চাকা সচল রাখতে জরুরি হচ্ছে জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিত করা। জ্বালানী আহরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণসহ সকল কাজ প্রকৌশলীরাই সম্পাদন করে থাকেন। বিকল্প জ্বালানী ও জ্বালানী-সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, স্বল্প-ব্যয়ে বাড়িঘর নির্মাণের কৌশল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে। উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে জাতির পিতার দেখানো কৌশল গ্রহণ করতে হবে। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, ''**উন্নয়ন কৌশল হবে দেশীয় কিংবা স্থানীয় পদ্ধতির কিন্তু মান হবে আন্তর্জাতিক**''।

স্বল্প খরচে টেকসই যন্ত্রপাতি নির্মাণ, স্থাপনা নির্মাণ ও মেরামত বিষয়ে জানতে আপনাদের প্রচুর গবেষণা করতে হবে। আমাদের দেশে বিশ্বমানের প্রকৌশল শিক্ষা রয়েছে। রয়েছে বিশ্বমানের প্রকৌশলী। আমাদের অনেক প্রকৌশলী উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে কর্মক্ষেত্রে বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। আমাদের অনেক তরুণ ও মেধাবী প্রকৌশলীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের IT Village-এ কাজ করে অনেক দক্ষতা ও সুনাম অর্জন করেছে।

আমরা e-governance চালু করতে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। প্রকৌশলীরা নিজেদের মেধা, মনন আর শ্রমের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন ত্বরান্বিত করতে পারেন। প্রযুক্তির সহায়তায় e-governance বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমরা দেশবাসীর দোরগোড়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল পৌঁছে দিতে চাই।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও আপতকালীন সময়ের জন্য খাদ্যশস্য সংরক্ষণ কার্যক্রমকে আমরা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি। বেশকিছু সংরক্ষণাগার ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় সংরক্ষণ করা যায় মাত্র ১৫ লক্ষ টন। বিগত দু'যুগে নতুন কোন শস্যগুদাম তৈরি হয়নি। আমরা ১৯৯৬ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর কয়েকটি শস্যগুদাম স্থাপনের পরিকল্পনা করি। কিন্তু পরবর্তী সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগ অব্যহত না রাখায় কোন অগ্রগতি হয়নি।

বর্তমানে আরও ৮ লক্ষ টন খাদ্য মজুদের জন্য নতুন ১৩টি খাদ্যগুদাম নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের সরকারের চলতি মেয়াদেই ৫ লক্ষ টন মজুদের খাদ্যগুদাম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। এসব প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে প্রকৌশলীদের আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

খাদ্য ঘাটতির দেশ বাংলাদেশকে আমরা আবার উদ্বৃত্ত খাদ্যের ভান্ডারে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছি। ইতোমধ্যেই আমরা উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছি। দেশের উত্তরাঞ্চলসহ সারা দেশে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে।

সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে-২০২১ সাল নাগাদ সবার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা। আমার সরকার ''পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১৫'' (পিএসএমপি-২০১৫) প্রণয়ন করেছে। 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান' অনুযায়ী আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া অতিরিক্ত ৯ হাজার ৫৬০ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ এবং এবং অতিরিক্ত প্রায় ১ লক্ষ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।

বিএনপি ১৯৯১ এ ক্ষমতায় আসার পর বিনে পয়সায় আন্তঃমহাদেশীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ নেবার সুযোগ পেয়েছিল। শুধুমাত্র তাদের অজ্ঞতার কারণে বিনে পয়সার সংযোগ পাওয়া থেকে আমরা বঞ্চিত হই। ১৯৯৬ সালে এই সংযোগ নেয়ার উদ্যোগ নেই। আমরা দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগেরও উদ্যোগ নিয়েছি।

আমরা ১৯৯৬ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর কম্পিউটার ব্যবহার সহজলভ্য করতে এর উপর থেকে সকল শুল্ক উঠিয়ে দেই। ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার মোবাইল ফোন বর্তমানে ২/৪ হাজার টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। বিএনপি আমলে তৎকালীন সরকার দলীয় এক নেতা মোবাইল ব্যবসায় মনোপলি কায়েম করেছিল। আমরা তা ভেঙ্গে দিয়ে মোবাইল সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেই।

'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়' জাতির পিতার এই পথ নির্দেশনার আলোকেই আমরা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক গড়ে তুলছি। গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে আমরা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এগিয়ে যাচ্ছি।

আন্তঃমহাদেশীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ গ্রহণ, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায়, সমুদ্রসীমা নির্ধারণে বিশ্ব দরবারের সহযোগিতা কামনা, আন্তঃদেশীয় বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, আন্তঃদেশীয় মহাসড়ক নির্মাণ, আঞ্চলিক ভিত্তিক যৌথ উদ্যোগে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, আন্তঃদেশীয় নদ-নদীর পানি বন্টনে সমঝোতার পদক্ষেপ নিয়েই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এ জন্য সকল প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে আঞ্চলিক সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন।

গত আট বছরের মেয়াদকালে, দারিদ্র্য বিমোচনকে মূল কর্মসূচি হিসাবে গ্রহণ করে আমরা বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধাভাতা এবং শিক্ষা উপবৃত্তি চালু করেছি। সেই সাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি বিস্তৃত করার কারণে তৃণলমূলে

পল্লীর প্রান্তিক জীবনে গতি এসেছে। আমাদের গৃহীত আশ্রয়ন প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, কমিউনিটি হেলথ্ ক্লিনিক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণদান প্রকল্প দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

উপস্থিত প্রকৌশলীবৃন্দ,

আমার সরকার একটি বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য **'অর্থনৈতিক মুক্তি'** নিশ্চিত করতে আমরা কাজ করছি। এদেশ ৭৫'র আগস্ট ট্রাজেডীর শিকার না হলে, জাতির পিতা বেঁচে থাকলে অনেক আগেই দেশের মানুষের ভাগ্য বদলে যেত এবং অর্থনৈতিক মুক্তি আসত।

এই প্রসঙ্গে জাতির পিতার ১৯৭৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণের অংশ বিশেষ তুলে ধরছি- সেই ভাষণে **বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, '' উনিশ'শ একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি এবং অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের শুরু। এই যুদ্ধে এক মরণপন সংগ্রাম আমরা শুরু করেছি। এই সংগ্রাম অনেক বেশী সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। তবে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থেকে কঠোর পরিশ্রম করি এবং সৎপথে থাকি তবে, ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের অনিবার্য।''**

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে অগ্রসরমান। কোন ষড়যন্ত্রই আমাদের এই অগ্রযাত্রা রুখতে পারবে না। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। আমাদের জিডিপি এখন ৭.১ ভাগ। রিজার্ভের পরিমাণ ৩২ বিলিয়ণ ডলার। রপ্তানী আয় ৩৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ ডলার। দারিদ্র্য অর্ধেকের বেশি কমিয়ে ২২.৪ ভাগে নামিয়ে এনেছি। শিক্ষার হার এখন ৭১%। মানুষের গড় আয়ু ৭১ বছর। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ১২৩% বাড়িয়েছি। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এখন ১৫ হাজার মেগাওয়াট। বর্তমানে দেশের ৭৮% মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছে।

এবছর ৩৬ কোটি ২১ লক্ষ ৮২ হাজারসহ আমাদের সরকার গত আট বছরে ২২৫ কোটি বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছে। আমার সরকার দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং এসব বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারি করেছে।

আমরা বেশ কিছু ফার্স্ট ট্রাক প্রকল্প গ্রহণ করেছি। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মেট্রোরেল প্রকল্প, চার লেন রাস্তা, আন্তঃদেশীয় রেল প্রকল্প এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নিক্ষেপণ ও কর্ণফুলি নদীর তলদেশে প্রথম টানেল নির্মাণের কাজ চলছে।

প্রকৌশলীদের প্রতি আমার আহ্বান-সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদ বিরোধী এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অগ্রসরমান রাজনৈতিক শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন। দেশটাকে গড়ে তুলতে আমাদের সহযোগিতা করুন।

'সন্ত্রাসের চরম পন্থা' ধর্মের নামে জঙ্গীবাদ উস্কে দিয়ে যারা দেশের মধ্যে 'আইএস আছে' অপবাদ চাপিয়ে দিতে চায়-তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন, জনগণকে সতর্ক করুন। মানুষকে জানান-'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ে তোলা হচ্ছে'।

২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতিমুক্ত জাতির পিতার 'স্বপ্নের সোনার বাংলা'। সেদিনের বাংলাদেশ হবে আধুনিক, গণতান্ত্রিক, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ বাংলাদেশ। এদেশ হবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে অগ্রসর ডিজিটাল বাংলাদেশ। ভিশন-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে আমরা যে কাজ করছি, আপনারা প্রকৌশলীরা তার অগ্র সৈনিক।

আমি আইইবি'র ৫৭ তম কনভেনশনের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করছি। সকলে ভাল থাকুন, সুস্থ্য থাকুন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...